JAN. 26 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

বোরখা পরার জন্য স্কুল থেকে ২ ছাত্রীকে বহিষ্কারের নিন্দা

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ রাজধানী ঢাকার একটি স্কুলে ইসলামের বিধান অনুযায়ী বোরখা পরিধান করায় দুই ছাত্রীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে জোর করে বোরখা পরিধানকারীদের বহিষ্কারের খবরে বিভিন্ন সংগঠন নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ইয়ং মুসলিম ব্রাদার্স কাউন্সিলের সভাপতি এম এইচ রহমান ও সেক্রেটারী এম এ আজিজ এক যুক্ত বিবৃতিতে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে দু'জন মুসলিম ছাত্রীকে বোরখা পরিধান করে বিদ্যালয়ে যাবার কারণে শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে দেয়ার মত ন্যক্কারজনক, ধৃষ্টতাপূর্ণ, গর্হিত ও দুঃসাহসিক অন্যায়ের তীব্র নিন্দা ও

বাকী অংশ পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

বহিষ্কারের নিন্দা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একজন মুসলিম হিসেবে প্রত্যেকের জন্য পর্দার বিধান পালন করা ফরজ। মুসলিম মাত্রই এ বিধান পালন করবে। এতে কেউ বাধা প্রদানের ক্ষমতা রাখে না। তারা আরো বলেন, অনতিবিলম্বে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক আব্দুল মান্নানের দৃষ্টান্তমূলক বিচার ও শাস্তি দিতে হবে।

বাংলাদেশ আইম্মাহ পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন রাব্বানী এক বিবৃতিতে বলেন, ডেমরা থানাধীন হাজী রহমত উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্রী বোরখা পরে স্কুলে যাওয়ায় সহকারী শিক্ষক আঃ মান্নান সকল ছাত্র-ছাত্রীর সামনে তাদের চোর বলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়ায় শরীয়ত পন্থিপন্থী কাজ করেছে। এই ঘটনায় তিনি তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদের কেন্দ্রীয় আহবায়ক মুহাম্মদ মহিউদ্দীন আল গাজী এক বিবৃতিতে বলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল, ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই অভিযুক্তদের চাকরি থেকে অপসারণ করা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। ভাবতে অবাক লাগে, ধর্ম নিরপেক্ষবাদী আওয়ামী শাসনের পর জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির সরকারের আমলে তসলিমা নাসরিনের উত্তরসূরিরা এই দুঃসাহসের পরিচয় দিচ্ছে অথচ সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।